ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 120 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৭৬ ● কলকাতা ● ২৮ আশ্বিন, ১৪৩২ ● বুধবার ● ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 83

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কি জানি, তিনি আমাকে এখানে কোথায় নিয়ে এলেন?" কিন্তু এই প্রকারের নেতিবাচক চিন্তা আমায় প্রথমের দিনগুলোতে এসেছে, পরে ধীরে ধীরে কম হয়ে গেছে এবং পরে তো সম্পূর্ণ শেষই হয়ে গিয়েছিল। ঐ জগতেই আমার সর্বস্ব সীমিত হয়ে গিয়েছিল। শুরু শুরুতে জানোয়ারের আওয়াজ আসত, বড় ভয় লাগত। গুহার কোন দরজা ছিল না। যে কোন জানোয়ার ভিতরে আসতে পারত। কিন্তু ধীরে ধীরে ভয় কমে গেল। পরে অন্ধকারের ভয় লাগত, কারণ যজ্ঞকুণ্ডতে জ্বলন্ত কাঠেরই আলো থাকত।

ক্রমশঃ

রাষ্ট্রপতি শাসন নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য রাজ্যপালের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

"বাংলার মানুষ রাষ্ট্রপতি শাসন চাইছেন।" দুর্গাপুর গণধর্ষণকাণ্ডে নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করার পর মন্তব্য রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। মঙ্গলবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাংবিধানিক ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু সর্বসমক্ষে তিনি এ বিষয়ে কিছু বলবেন না।দুর্গাপুর যাওয়ার আগেই হাওড়ায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানিয়েছিলেন, আগে তিনি নির্যাতিতার সঙ্গে কথা বলে পুরো বিষয়টি জেনে মন্তব্য করবেন। নির্যাতিতার সঙ্গে কথা বলে বাংলা রাষ্ট্রপতি জারি সম্পর্কে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত দেন। এর আগেও সন্দেশখালির ঘটনার সময়ে দিল্লি গিয়ে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন রাজ্যপাল। কিন্তু এবার অকুস্থলে দাঁড়িয়ে তাঁর এহেন মন্তব্য যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে আবার সিপিএমের বক্তব্য, রাষ্ট্রপতি শাসন জারির কথা বলে প্রকারান্তরে তিনি আদতে তৃণমূলকেই সুবিধা পাইয়ে দেবেন। সিপিএম নেতা সুজন

এরপর ৩ পাতায়

বিধানসভা নির্বাচনের আগে ঝাড়গ্রামে বিজেপি ও সিপিআইএম পার্টির ধস!

৭৫ টি পরিবারের প্রায় ৩৫০ জন বিভিন্ন দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম

বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচনের মহারণ। এই মহারণের আগে নেতা কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের লক্ষ্যে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করল গোপীবল্লভপুর ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার গোপীবল্লভপুর ২ নং ব্লকের তপসিয়া কন্যাশ্রী মঞ্চে আয়োজিত তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে শতাধিক কর্মী বিজেপি ও সিপিআইএম পার্টি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। জানা গেছে বিধানসভা নির্বাচনের আগে সোমবার বিজেপি ও সিপিআইএম পার্টির ধস। এদিন ব্লকের ডাঁঙরসাই ও নোয়াগাঁ গ্রামের সিপিআইএম ও বিজেপি পার্টির শতাধিক কর্মী সমর্থক বিজেপি ও সিপিআইএম দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন।যোগদানকারীদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন নয়াগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক দুলাল মুর্মু, গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের মেন্টর স্বপন পাত্র, গোপীবল্লভপুর ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি টিঙ্কু পাল, ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি মহাশীষ মাহাতো, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী চূড়ামনি মাহাতো সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। যোগদানকারীদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কাজে সামিল হতে তারা বিজেপি ও সিপিআইএম দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। বিজেপি ও সিপিআইএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানকারী সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান নয়াগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি টিঙ্কু পাল। তিনি বলেন বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসবে ততই বিজেপি দল ছেড়ে মানুষ দলে দলে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবেন। তাই বিজেপি ও সিপিআইএম দল ছেড়ে যোগদানকারীদের তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

নির্যাতিতার মাকে ফোন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দুর্গাপুর গণধর্ষণকাণ্ডে দোষীদের কঠোর শাস্তি দিতে সব স্তরে চাপ সৃষ্টি করার বার্তা ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর। নির্যাতিতার মাকে ফোন করে আশ্বাস দিলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝির। মঙ্গলবার সকালে নির্যাতিতার মায়ের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ফোনে কথা বলেন তিনি। ওড়িশার সরকার সব রকমভাবে তাঁদের পাশে রয়েছে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন।আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আমরা জানতে চেয়েছিলেন, পরিবার চিকিৎসায় খুশি কিনা। পরিবার জানিয়েছে, আরও ভাল চিকিৎসার জন্য ভুবনেশ্বর এইমসে নিয়ে যেতে। এখন নির্যাতিতা খাওয়া দাওয়া করছে।" নির্যাতিতার শারীরিক পরিস্থিতির কথা বলতে বলতেই কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি শুনে আরও লজ্জিত, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী আসেননি, ফোনও করেননি। অথচ ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি ফোন করে সহানুভূতি জানিয়েছেন। ছাত্রীর ভবিষ্যতের ব্যাপারে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।" স্বাভাবিকভাবেই এদিন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর ফোন করা রাজনৈতিক দিক থেকেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। নির্যাতিতার মাকে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, "ধৈর্য্য হারাবেন না, সাহস রাখুন।"

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

রাষ্ট্রপতি শাসন নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য রাজ্যপালের

চক্রবর্তী বলেন, "এই পরিস্থিতিতে বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারির কথা বলে রাজ্যপাল আসলে প্রকারান্তরে তৃণমূলকেই অক্সিজেন জোগাচ্ছেন।"দুর্গাপুরের এই ঘটনার পর যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে বলেও স্পষ্ট করেছেন তিনি। দুর্গাপুরে গিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল। রাজ্যের শাসকদলের তরফ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই এই ধরনের মন্তব্য করছেন রাজ্যপাল।

রাজ্যপালের ইঙ্গিতে এদিন স্পষ্ট, রাজ্যে যেভাবে পর পর ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে, একাধিক জায়গায় অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ উঠছে, সেখানে দাঁড়িয়ে বাংলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বাংলার দুয়ারে বিধানসভা নির্বাচন। রাজ্যে এখন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা রয়েছেন। SIR প্রস্তুতি তুঙ্গে।

এই আবহে দাঁড়িয়ে রাজ্যপালের এহেন মন্তব্য যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে অভিজ্ঞ মহল। রাজ্যপালের এই মন্তব্য নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, "রাজ্যপাল অত্যন্ত অভিজ্ঞ, প্রবীণ ব্যক্তিত্ব। আমার মনে হয় বাংলার মানুষ রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে দেবেন না। আর পার্লামেন্টে তো দুই তৃতীয়াংশ মেজারিটি বিজেপির নেই।" অন্যদিকে, বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, "সাংবিধানিক প্রধান, তিনি তাঁর বক্তব্য রেখেছেন, তা নিয়ে যাঁদের চর্চা করার বিষয়, তাঁরাই চর্চা করবেন।

তবে বাংলায় ভেঙে পড়া আইনশৃঙ্খলা, প্রশাসনিক অবস্থা, বাংলার মানুষের সামনে বর্তমান সরকার সম্পর্কে একটা প্রশ্ন চিহ্ন ঝুলিয়ে দিয়েছে। তারই প্রতিফলন সাংবিধানিক প্রধানের মুখ দিয়ে হয়েছে।" সোমবার দুপুর আড়াইটার সময় তিনি হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়িতে চেপে দুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। দুর্গাপুরের যে বেসরকারি হাসপাতালে নির্যাতিতা চিকিৎসাধীন, সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন তিনি। নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও দেখা করেন।

(২ পাতার পর)

নির্যাতিতার মাকে ফোন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর

নির্যাতিতার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন তিনি। উল্লেখ্য, সোমবার ওড়িশার মহিলা কমিশনের দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালে যান। তখন নির্যাতিতার সঙ্গে কথা বলছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সে কারণে প্রথমে তাঁদের হাসপাতালে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

ব্যারিকেডের বাইরে অপেক্ষা করেন তাঁরা। পরে তাঁরা নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করেন। মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা হয়েছে কিনা, সেটা নির্যাতিতার মায়ের কাছে জানতে চান ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী। সোমবারেই দুর্গাপুরে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি নির্যাতিতার বাবাকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন। কেন এখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন করে নির্যাতিতার খোঁজ নিলেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, "আমরা ওড়িশার একজন মেয়েকে এখানে সুরক্ষিত রাখতে পারলাম না। আমরাও লজ্জিত।

২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে বড়সড় অমিল ৬ জেলায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে বাংলায় চলছে 'ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিং'-এর কাজ। আর সেই কাজ করতে গিয়েই সামনে আসছে বড়সড় অমিল। তবে খতিয়ে দেখলে, তাতে এই মুহূর্তে ভয়ের কোনও কারণ নেই।অন্যদিকে, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো বড় বড় জেলা-সহ বহু জেলায় এখনও এই প্রক্রিয়া শেষই হয়নি। সিইও অফিস তাদের দ্রুত ম্যাপিং ও ম্যাচিং শেষ করার জন্য রিমাইন্ডার পাঠিয়েছে। কারণ, আগামী কালই ১৫ অক্টোবর। এই তারিখ অবধিই কাজ শেষ করার সীমা বেঁধে দিয়েছিল কমিশন। ফলে যত দ্রুত সম্ভব সকল জেলার কাজ সম্পূর্ণ করে ভোটারদের তথ্য সঠিকভাবে আপডেট করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।কিছুদিন আগে দিল্লি থেকে নির্বাচন কমিশনের কর্তারা বাংলার জেলাশাসকদের (ডিএম) সঙ্গে বৈঠক করেন।সেই বৈঠকে জেলাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়, ১৫ অক্টোবরের মধ্যে ভোটার তালিকার 'ম্যাপিং ও ম্যাচিং' প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা। এই প্রক্রিয়া আপাতত সম্পূর্ণ করতে পেরেছে মাত্র ছ'টি জেলা এবং উত্তর কলকাতা। আর তাতেই দেখা

এরপর ৬ পাতায়

প্রয়াত বাম নেতা দীপক সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঐতিহাসিক মেদিনীপুর শহরে মেডিক্যাল কলেজ গড়ার প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনিই। নিজের হাতে গড়া এনজিওর মাধ্যমেই মেডিক্যাল কলেজ গড়ার প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন প্রয়াত বাম নেতা দীপক সরকার। সেই মেডিক্যাল কলেজেই দান করা হল বাম নেতার দেহ।সেই সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন সূর্যকান্ত মিশ্র। তাঁর সঙ্গে দীপকবাবুর সম্পর্ক খুব একটা সুমধুর ছিল না। তা সত্ত্বেও একটা পর্যায়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শেষমেশ মেডিক্যাল কলেজটি রাজ্য সরকারকেই হস্তান্তর করে দেন দীপকবাবু। আজও জেলার অধিকাংশ মানুষই মনে করেন ওইসময় দীপকবাবু যদি নিজের উদ্যোগে মেডিক্যাল কলেজ না গড়তেন তাহলে আজও হয়তো তা হত না। এদিন শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পর দলের নেতাকর্মীরা যখন তার মরদেহ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে পৌঁছন তখন হাজির সকলেই আবেগপ্রবন হয়ে পড়েন। দীপকবাবুর চিকিৎসক পুত্র সুদীপ্ত সরকার বলেছেন, "বাবা আগে থেকেই দেহদানের অঙ্গীকার করে ফর্মপূরণ করে রেখেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর শরীর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষণার কাজে লাগুক। শেষ ইচ্ছা পূরণ করলাম।" মেদিনীপুরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা ছিলেন দীপক সরকার। বিরোধী

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

গণধর্ষণ' কাণ্ডে গ্রেপ্তার তরুণীর সহপাঠী, ধৃত বেড়ে ৬

লাগাতার জেরা। বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি। দুর্গাপুর বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে গণধর্ষণ কাণ্ডে গ্রেপ্তার নির্যাতিতার সহপাঠী। মঙ্গলবার তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে দুর্গাপুর পুলিশ। বান্ধবীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করার অভিযোগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে সহপাঠীকে। এই বিষয়টি প্রথম থেকেই পুলিশের কাছে গোপন করেছিলো ওই সহপাঠি।এই নিয়ে ধৃত বেড়ে ৬।উঠে আসে একাধিক প্রশ্ন। প্রায় এক ঘণ্টার পর নির্যাতিতা ফোন করে ডাকে তাঁর ওই সহপাঠীকে। তারপর নির্যাতিতাকে রক্তাক্ত অবস্থায় হস্টেলে নিয়ে আসেন যুবক। পুরো ঘটনাটাই বিস্মিত করেছে পুলিশকে। ঘটনার পুনর্নির্মাণেও এক অভিযুক্ত ও সহপাঠীর বয়ানে ফাঁক রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তারপরই ঘটনার পর থেকে আটক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।গণধর্ষণের অভিযোগের তদন্তে নেমে নির্যাতিতার সহপাঠীকে আটক করে পুলিশ। যুবককে তাঁকে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। তদন্তকারী সূত্রে জানা যায়, মালদার এই বাসিন্দা যুবক তদন্তে সহযোগিতা করলেও মাঝেমধ্যেই পুলিশকে 'মিসগাইড' করছিল। যুবকই অভিযুক্তদের শনাক্ত করেছে। কিন্তু অভিযুক্ত ও সহপাঠীর বয়ানে বিস্তর ফারাক রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। আরও খবর, সহপাঠী ও ধৃত পাঁচ অভিযুক্তকে সোমবার রাতে সামনাসামনি বসিয়ে জেরা করা হলেও সেখানেও তাঁদের বয়ানে অসঙ্গতি দেখা যায়। যার ফলে তদন্তের অগ্রগতি থমকে যাচ্ছিল। এরপরই মঙ্গলবার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হল।

সহপাঠীর ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছিল শুরুতেই। যার ফলে তদন্তের অগ্রগতি থমকে যাচ্ছিল। গত শুক্রবার রাতে দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হন বলে অভিযোগ। ঘটনার দিন সহপাঠীর সঙ্গেই নির্যাতিতা কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে বের হন। যুবক কেন রাতে জনমানবহীন জঙ্গল ঘেরা রাস্তায় বান্ধবীকে নিয়ে গিয়েছিলেন? তাঁর সামনেই দুষ্কৃতীরা নির্যাতিতাকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে গেলেও যুবক কেন চুপ ছিল? কেন নির্যাতিতাকে দুষ্কৃতীদের হাতে ছেড়ে তিনি পালিয়ে আসেন? যুবক ফিরে এলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ কিংবা নিরাপত্তারক্ষীদের এই ব্যাপারে কেন কিছুই বলেননি?

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(পঞ্চম পর্ব)

তার প্রতিষ্ঠিত জায়গা।পৃথিবীতে ইচ্ছাশক্তি প্রবল এক মহামানবের জন্মগ্রহণ হয়েছিল, পৃথিবী আজব তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। তৎকালীন সময়ে পৃথিবী সম্পূর্ণ জলে ভরা, তেমনি কথা পৌরাণিক ভাবে কিছু পাঠ্যপুস্তক ও কাগজে লিপিবদ্ধ আছে।তাই আমাদের জন্মের কয়েক হাজার বছর আগেকার ইতিহাস ও আমরা আজও জানতে পারি। সেই কারণে আর সেই তথ্য খুঁজতে গিয়েই বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য বেরিয়ে আসে যা আজও হিন্দু সনাতনী ধর্মের সঙ্গে অনেকটাই মিল

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

এবার বিহারে কোনও দল বা জোটের তরঙ্গ নেই: পাঠক

তরুণ মোহন, সাংবাদিক

দরভাঙ্গা, ১৪ অক্টোবর, ২০২৫ (এজেন্সি)। বিখ্যাত সমাজকর্মী এবং জাতীয় পর্যায়ের বেশ কয়েকটি গণআন্দোলনের নেতা অরবিন্দ পাঠক বলেছেন যে আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে মিথিলার মানুষ তাদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে ভোট দেবেন। আশা করা হচ্ছে যে এবার তাদের কাছে একটি বিকল্প থাকবে।

মিঃ পাঠক আজ এখানে এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে গত তিন দশক ধরে মানুষের কাছে দুটি বিকল্প ছিল। এবার, একটি শক্তিশালী তৃতীয় বিকল্প রয়েছে। তাই, এই ধরণের প্রত্যাশা বেশি।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে এবার কে সরকার গঠন করবে তা বলা অকাল হবে, তবে এটা নিশ্চিত যে কোনও দল বা জোটের পক্ষে কোনও তরঙ্গ নেই। মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরে এই সমস্ত পরিস্থিতি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

জন সুরজের প্রধান প্রশান্ত কিশোর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে তিনি শিক্ষিত এবং নির্বাচনী গতিবিধি ভালোভাবে বোঝেন। তিনি বিহারে হট্টগোল সৃষ্টি করেছেন এবং অনেক মানুষকে সমস্যায় ফেলেছেন। এই নির্বাচনে সকল দুষ্কৃতীর মুখোশ উন্মোচিত হবে। দারভাঙ্গা থেকে প্রাক্তন পুলিশ অফিসার আর কে মিশ্রের প্রার্থীতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, মিঃ পাঠক বলেন যে তিনি সম্ভবত মিথিলায় সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী হবেন। তার ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। জনগণের উচিত তাকে জয়ী করা।

এল.এস.

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আমরা বারাহী মূর্তিরূপের আলোচনায় পরে আসব)। যথাক্রমে দ্বাদশ শতকের চীনা ও উনবিংশ শতকের তিব্বতি চিত্রের বজ্রবর্ণনী বা বজ্রডাকিনী মূর্তির সঙ্গে আশ্চর্য মিল, যিনি যথাক্রমে অক্ষোভ্যকুলের মহামায়া বা রত্নসম্ভবকুলের বজ্রযোগিনীর মণ্ডলের অংশ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

গ্রুপ খুলে টাকা তুলছে তৃণমূল',ছবি দেখিয়ে বললেন শুভেন্দু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক যে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকারা রয়েছেন তাঁদের সকলেই টেট উত্তীর্ণ হতে হবে। দু'বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। এই বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক রিভিউ পিটিশনের জন্য ভাবনা চিন্তা করছে। তবে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অভিযোগ, তৃণমূল এই বিষয়ে একটি গ্রুপ খুলে টাকা তুলছে।সব পরিচিত মুখ।" জানা যাচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলে শিক্ষক মহলে জোর বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কারণ, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে চাকরি করছেন তাও পনেরো থেকে কুড়ি বছর তাঁরাও সমস্যায় পড়েছে। সেই কারণে চাকরি হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত তাঁরা। এরই মধ্যে টাকা তোলার বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছেন শুভেন্দু অধিকারী।তারা নাকি দিল্লিও যাবে বুধবার। কেন্দ্রের এই বিষয়ে কীভাবে তারা হস্তক্ষেপ করছে? এই নিয়েই চাকরিপ্রার্থীদের সতর্ক করলেন শুভেন্দু। আজ শুভেন্দু একটি স্ক্রিনশট দেখান।

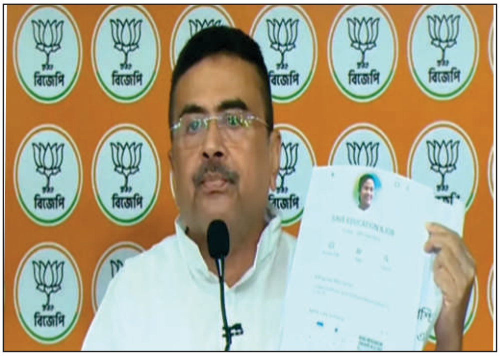

মুখ্যমন্ত্রীর লোগো দেওয়া একটি গ্রুপ দেখা যায়। গ্রুপটির নাম 'সেভ এডুকেশন অ্যান্ড জব' সেখানেই ৯০০ টাকা করে তোলা হচ্ছে বলে দাবি করেন শুভেন্দু। পশ্চিম মেদিনীপুরের কৃষ্ণেন্দু বিশ প্রথম এই টাকা দিয়েছেন বলেও জানান শুভেন্দু। গ্রুপটির সদস্য ১৮৯ জন।

শুভেন্দু বলেন, "পশ্চিম মেদিনীপুর এগিয়ে। ৯০০ টাকা চাঁদা জমা করেছে। শিক্ষকদের বলছে, গুগল মিটে বলছে এই সপ্তাহে আমরা সুপ্রিম কোর্টে পার্টি হব। তার জন্য ৯০০টাকা অনুদান দেবেন যাঁরা গ্রুপে আছেন। বুধবার দিল্লি যাওয়া হবে।" তৃণমূলেরই লোক পাঠিয়েছেন। নয়ত আমি পাব কী করে? এদের আটকাবেন কী করে? জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন কায়দায় টাকা টাকা টাকা খালি টাকা।

সব পরিচিত মুখ।" জানা যাচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলে শিক্ষক মহলে জোর বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কারণ, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে চাকরি করছেন তাও পনেরো থেকে কুড়ি বছর তাঁরাও সমস্যায় পড়েছে। সেই কারণে চাকরি হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত তাঁরা। এরই মধ্যে টাকা তোলার বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছেন শুভেন্দু অধিকারী।

(৩ পাতার পর)

প্রয়াত বাম নেতা দীপক সরকার

তো বটেই, নিজ দলেরও বিক্ষুব্ধদের ধরাশায়ী করে দ্রুতগতিতে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াচ্ছিলেন তিনি। তাঁর একের পর এক চালে কুপোকাৎ সেই সময়কার নেতা লক্ষ্মণ শেঠ, তরুন রায়রা। সেইসময় কলকাতা ও বাঁকুড়ার মধ্যে আর কোনও মেডিক্যাল কলেজ ছিল না। সরকারি উদ্যোগে হওয়ার তেমন কোনও সম্ভাবনাও ছিল না বললেই চলে। ঠিক সেই আবহেই মেডিক্যাল কলেজ গড়ার স্বপ্ন দেখেন দীপকবাবু। তবে সরকারি উদ্যোগে নয়। নিজের হাতে গড়া এনজিওর মাধ্যমেই মেডিক্যাল কলেজ গড়ার প্রস্তুতি শুরু করে দেন। এখন যেটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হিসেবে পরিচিত। ওই ভবনটির চারতলা পর্যন্ত তৈরি হয়েছিল দীপকবাবুর গড়া এনজিওর মাধ্যমেই। কিন্তু নানা আইনি জটিলতায় বেসরকারি উদ্যোগে তৈরি ভবনটি মেডিক্যাল কলেজের ছাড়পত্র পায়নি।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Chk) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

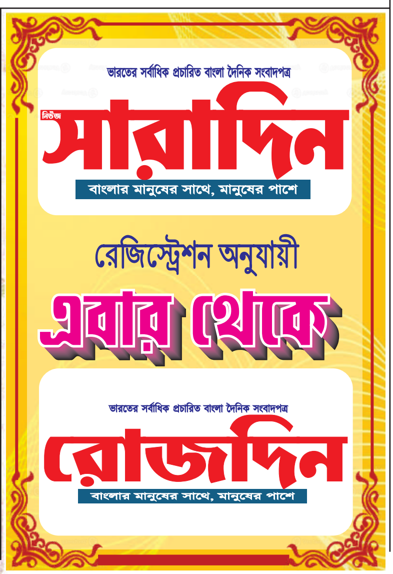

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

অভিযোগ তুলে SIR নিয়ে সতর্ক করলেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উত্তরবঙ্গ থেকে ভবানীপুরের বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিকল্পনামাফিক তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র ভবানীপুরকে বহিরাগত দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন মমতা। পাশাপাশি এসআইআর নিয়ে কর্মীদের সর্তক থাকতে বললেন ভবানীপুরের বিধায়ক।"আমি দেখছি অনেক জায়গায় গরিব মানুষের বসতি ভেঙে ফেলে বড় বড় বাড়ি তৈরি হচ্ছে। আমি এটা সমর্থন করি না। আমাদের ভোটারদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। পরিকল্পনা করে ভবানীপুরকে বহিরাগতদের দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা বাংলায় থাকেন, কাজ করেন, তাঁরাই আমাদের মানুষ। কিন্তু যারা হঠাৎ বাইরে থেকে এসে টাকা খরচ করে জমি-বাড়ি কিনছে, তারপর স্থানীয় মানুষদের সরিয়ে দিচ্ছে,

তারাই আসল বহিরাগত।" তিনি আরও বলেন, "যারা ওই ফ্ল্যাট কিনছে, তারা জল পাচ্ছে না, ড্রেনেজ সিস্টেম পাচ্ছে না। সবাইকে বুঝতে হবে, গরিব মানুষই আমাদের সম্পদ, তাদের নিয়েই রাজ্য চলবে। কালীপুজোর সময়ে সতর্ক থাকতে। যাতে কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। কালীপুজোর পর ছট পুজো আছে। সেই সময়ও যাতে কোনও সমস্যা না হয় তা দেখতে হবে। দায়িত্ব আমাদেরই।" পাশাপাশি এসআইআর নিয়ে সতর্ক করেছেন মমতা। তিনি বলেন, "সামনে যদি নতুন করে ভোটার লিস্ট হয়। তাহলে সবাইকে নতুন করে করতে হবে।" ভাষণে সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সকলের পরিবারের কল্যাণ কামনা করেছেন তিনি।বললেন, "গরিব মানুষের বসতি তুলে বড় বাড়ি হচ্ছে। তা আমি সর্মথন করি না। বাইরের লোক দিয়ে পরিকল্পনা করে এগুলো করা হচ্ছে। আমাদের ভোটারদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা বাংলায় থাকেন, কাজ করেন, তাঁরাই আমাদের মানুষ। গরিবদের সাহায্য করা আমাদের মানবিক কর্তব্য।"

আজ, মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা নির্বাচনী কেন্দ্র ভবানীপুরে বিজয়া সম্মিলনী আয়োজন করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর সেখানকার মানুষদের পাশে দাঁড়াতে ছুটে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরবঙ্গ থেকেই কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের মোবাইলে ফোন করে বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে ভারচুয়ালি উপস্থিত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সবাইকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন ভবানীপুরকে বহিরাগতদের দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

(৩ পাতার পর)

২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে বড়সড় অমিল ৬ জেলায়

গেছে, বহু নাম ম্যাচিং হচ্ছে না। 'ম্যাপিং ও ম্যাচিং' বলতে বোঝানো হচ্ছে এক সেটের ডেটা অন্য সেটের সঙ্গে মিলিয়ে সংযোগ স্থাপন। ভোটার তালিকার ক্ষেত্রে ২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে এ বছরের তালিকাকে মিলিয়ে দেখাই এই প্রক্রিয়ার মূল কাজ।

রাজ্যের এই প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য ছিল, ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে এ বছরের ভোটারদের নাম মিলিয়ে দেখা। কিন্তু সাতটি জেলায় এই প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে দেখা গেছে, গড়ে মোটামুটি ৫০ শতাংশ নাম সফলভাবে মিলেছে। বাকিটা অসঙ্গতি।

তবে সরকারি সূত্রের খবর, এই অমিল রয়েছে বা মিলছে না মানেই এই নয় যে, তালিকা থেকে কারও নাম বাদ চলে গেছে। কারণ এমন হতে পারে, ২০০২ সালের শেষ রিভিশনের সময়ে অনেকে উপস্থিত ছিলেন না, তাই তাঁদের নাম ওঠেনি। ফলে সেই সব ভোটারকে বা তাঁদের পরিবারের নথি দেখাতে হবে, যার ভিত্তিতে নাম তালিকায় যুক্ত হবে।

আবার, স্বাভাবিকভাবেই ২০০২ সালের পরে অনেক নতুন ভোটারও যুক্ত হয়েছেন রাজ্যে। তাঁরা পুরনো তালিকায় ছিলেন না। তাঁদের পরিবারের কারও নাম ২০০২ সালের তালিকায় থাকলেই তাঁদের নাম উঠে যাবে নতুন তালিকায়। ভয়ের কোনও কারণ নেই। এছাড়া, বহু পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ায় তাঁদের নাম থেকে গেছে, কিন্তু নতুন তালিকায় মিলছে না।

সিইও অফিসের রিপোর্ট অনুযায়ী, যে ছ'টি জেলা ও উত্তর কলকাতার ম্যাপিং ও ম্যাচিং প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে, তার অবস্থা এরকম।

কেন্দ্রের খাদ্য ও গণবণ্টন বিভাগের সচিব পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য ও গনবন্টন কর্মসূচির বাস্তব রূপায়ন পর্যালোচনা করলেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আজ কলকাতায় কেন্দ্রের খাদ্য ও গণবন্টন বিভাগের সচিব শ্রী সঞ্জীব চোপড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে একটি পর্যালোচনা বৈঠকে বসেন। এই বৈঠকে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় কার্যালয়ের কার্যনির্বাহী অধিকর্তা ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মনোজ কুমার গগৈ (অবসরপ্রাপ্ত) এবং ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ও সেন্ট্রাল ওয়্যারহাউসিং কর্পোরেশনের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

পর্যালোচনা বৈঠকে সচিব শ্রী চোপড়া খাদ্যশস্য সংগ্রহ, মজুত এবং বিতরণের দক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্য-সহ খাদ্য ও গণবন্টন বিভাগের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচির বাস্তব রূপায়নের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন।

এই বৈঠকে নাগরিকদের সুবিধার জন্য সকল খাদ্য বন্টন ও কল্যাণমূলক প্রকল্প কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতিও তুলে ধরা হয়।

সিনেমার খবর

বউ বা বান্ধবীর সঙ্গে সিনেমা করার আইডিয়া ভালো না : সাইফ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের 'নবাব' খ্যাত সাইফ আলি খান সবসময়ই নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অকপট। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বলিউডে পা রাখা এই অভিনেতা সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে খোলামেলা কথা বলেছেন নিজের ক্যারিয়ারের শুরুর দিনগুলো এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে নিজেকে বদলে নিয়েছেন তা নিয়ে।

তবে আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে— স্ত্রী বা প্রেমিকার সঙ্গে পর্দায় একসঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা। এ বিষয়ে সাইফের স্বীকারোক্তি বেশ স্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত। তিনি বলেন, 'বউ বা বান্ধবীর সঙ্গে সিনেমা করার আইডিয়া ভালো না।'

সাইফ জানান, নব্বইয়ের দশকে যখন তিনি কাজ শুরু করেন, তখন অনেকে তাকে 'এত সুযোগ পাওয়ার জন্য ভাগ্যবান' বলতেন। তবে সে সময় তিনি 'সেরা সিনেমা' বা 'প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ' পাচ্ছিলেন না।

দীর্ঘদিন কাজ করতে করতে সাইফ একটা বিষয় বুঝতে পারেন সেটে সহ-অভিনেত্রীর সঙ্গে 'হেলদি কম্পিটিশন' (সুস্থ প্রতিযোগিতা) থাকলে তার অভিনয় আরও ভালো হয়। আর ঠিক এই কারণেই তিনি মনে করেন, প্রেমিকা বা বউয়ের সঙ্গে কাজ করা ভালো আইডিয়া নয়। সুস্থ প্রতিযোগিতা বা কাজের চাপ বজায় রাখতে এমন ব্যক্তিগত সম্পর্ক সেটে না থাকাটাই শ্রেয় বলে মনে করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, সাইফ তার বর্তমান স্ত্রী-অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খানের সঙ্গে একাধিক ছবিতে কাজ করেছেন। এছাড়াও বেশ কিছু বিজ্ঞাপনেও এই তারকা জুটিকে একসঙ্গে দেখা গেছে। তবে তিনি তার প্রাক্তন স্ত্রী অমৃতা সিংয়ের সঙ্গে কোনো ছবিতে কাজ করেননি।

দুর্ঘটনার কবলে দক্ষিণী অভিনেতা বিজয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণী চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা বিজয় দেবরকোন্ডা সম্প্রতি একটি সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। শনিবার হায়দরাবাদের পুত্তাপর্থী থেকে ফেরার পথে অন্ধ্রপ্রদেশের জগুলাম্বা গাদোয়াল জেলার আন্দাভালি এলাকায় তাঁর গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় একটি দ্রুতগতির এসইউভি গাড়ির।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত সূত্রে জানা গেছে, সংঘর্ষের সময় বিজয় নিজের গাড়িতেই ছিলেন। উল্টোদিক থেকে আসা গাড়িটি আচমকাই এসে তাঁর গাড়িতে ধাক্কা মারে। পরিস্থিতি মারাত্মক হয়ে উঠলেও সৌভাগ্যবশত, বিজয় কিংবা গাড়ির অন্য যাত্রীরা কেউই আহত হননি। উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে যান অভিনেতা, ফলে বড়সড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। তবে দুর্ঘটনায় বিজয়ের গাড়ির বাঁ দিকের অংশ গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উঠেই অভিনেতা তাঁর এক বন্ধুর গাড়িতে করে হায়দরাবাদের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

এদিকে, এই ঘটনার ঠিক আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজয় ও দক্ষিণী অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানার গোপন বাগদান নিয়ে গুঞ্জন ছড়ায়। শোনা যায়, হায়দরাবাদে বিজয়ের বাসভবনে নাকি একটি ঘরোয়া বাগদান অনুষ্ঠানও হয়ে গিয়েছে। এমনকি অনেকে দাবি করেছেন, বিজয়ের হাতে রাশমিকার দেওয়া হিরের আংটি দেখা গেছে। যদিও দু'জনের তরফেই আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

গুজবের মাঝেই অভিনেতার দুর্ঘটনার খবরে ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। তবে সূত্রের খবর অনুযায়ী, বিজয় এখন সুস্থ আছেন এবং শারীরিকভাবে কোনো ক্ষতি হয়নি।

হাসপাতালে সৎ বোনকে দেখতে যাওয়ায় আরহান খানকে কটাক্ষ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা আরবাজ খান ও সুরা খানের ঘরে কন্যাসন্তান আসার খবরে খান পরিবারে বইছে আনন্দের বন্যা। তবে, নেট দুনিয়ায় এক অপ্রত্যাশিত বিতর্ক তৈরি হলো আরবাজ ও মালাইকা অরোরার ছেলে আরহান খানকে ঘিরে। সদ্যোজাত সৎ বোনকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল হতেই আরহান খানকে ঘিরে সমালোচনা শুরু করেছেন নেটিজেনদের একাংশ।

ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো বলছে, ২২ বছর বয়সী আরহানকে কালো টি-শার্ট ও ক্যাজুয়াল প্যান্টে হিন্দুজা হাসপাতালে প্রবেশ করতে দেখা যায়। এ ভিডিও ভাইরাল হতেই একশ্রেণি যেমন তার প্রশংসা করেছেন, তেমনি অনেকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি।

কেউ লিখেছেন, সৎ বোনের জন্মে এত উৎসাহী কেন? আবার কেউ ব্যঙ্গ করে বলেছেন, বাবা নতুন জীবন শুরু করেছে, তুমি কী করছো?

তবে, সমালোচনার মাঝেও অনেকেই আরহানের এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন। তাদের মতে, সম্পর্কের বদল মানেই বন্ধন শেষ নয়। আরহান যেভাবে তার সৎ মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছেন এবং সৎ বোনকে দেখতে ছুটে গিয়েছেন, তা আধুনিক পরিবারের ক্ষেত্রে প্রশংসার দাবি রাখে। খান পরিবারের সঙ্গে আরহানের সম্পর্ক অস্বীকার করার নয়। সালমানের বড়ই আদরের সে। ফলে সেই বাড়ির আনন্দ উৎসবে শামিল হলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, আরবাজ খান ও মালাইকা অরোরা ২০১৭ সালে বিবাহবিচ্ছেদের পথে হাঁটেন। এরপর ২০২৩ সালে আরবাজ বিয়ে করেন মেকআপ আর্টিস্ট সুরা খানকে। বিয়ের ঠিক দুই বছরের মাথায় গত ৫ অক্টোবর জন্ম হয় তাদের প্রথম সন্তানের। এখন শুভেচ্ছাবার্তায় ভাসছে খান পরিবার।

তবে, একদিকে যখন আরবাজের কন্যা সন্তানকে নিয়ে শোরগোল নেট দুনিয়ায়, ঠিক তখনই মালাইকা-আরবাজের সন্তানকে ঘিরে প্রবল সমালোচনা। যদিও ট্রলকে খুব একটা নজর দিতে রাজি নয় খান পরিবার। তাই বিষয়টা একপ্রকার এড়িয়ে গেলেন আরহান।

ক্যারিবিয়ানদের উড়িয়ে দিল ভারত, টেস্ট ক্রিকেটে গিল জমানার 'শুভ শুরুয়াত'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের টেস্ট ক্রিকেট টিম নিরাপদ জায়গাতে রয়েছে। এমনটাই বলাবলি করছেন ক্রিকেট মহলের অনেকে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার অবসরের পর টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট টিমের নেতৃত্বের দায়িত্ব পান শুভমন গিল। এ বার টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের ক্যাপ্টেন শুভমন গিলের জমানার শুভ শুরুয়াত হল। দেশের মাটিতে গিলের ভারত ক্যারিবিয়ানদের ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করল। এই সিরিজ জয় ভারতীয় দলের জন্য যতটা গুরুত্বপূর্ণ, গিলেও জন্য ততটাই বিশেষ। কারণ, টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে প্রথম সিরিজ জিতলেন পঞ্জাবের ছেলে। প্রথম টেস্টে বড্ড একপেশে ও ভারতের দাপুটে জয় দেখা গিয়েছিল। আর দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ লড়াই করল, কিন্তু গৌতম গম্ভীরের ছেলেদের আটকে দিতে পারল না।

দিল্লি টেস্টের পঞ্চম দিন ভারতের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৫৮ রান। ছিল ৯ উইকেট। জয় যে কঠিন ছিল না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সকলের নজর ছিল লোকেশ রাহুল ও সাই সুদর্শনের জুটিই এই জয় দলকে এনে দেয় কি না সেদিকে। সাই যদিও সেটা পারেননি। বড় শট খেলতে গিয়ে চেজের বলে হোপের হাতে ক্যাচ দিয়ে মাঠ ছাড়েন সাই (৩৯)। যার ফলে নামতে হয় ভারত অধিনায়ক শুভমনকে। ১৩ রান করে ফেরেন তিনি। তাঁর উইকেটটিও গিয়েছে চেজের খাতায়। পঞ্চম দিন ২ উইকেট হারালেও রাহুলকে টলাতে পারেননি ক্যারিবিয়ান বোলাররা। তিনি শেষে ধ্রুব জুরেলের সঙ্গে জুটি বাঁধেন। শেষ অবধি ৫৮ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন রাহুল। ধ্রুব করেন ৬*। ৭ উইকেটে জয় ভারতের। সেইসঙ্গে ২ টেস্টের সিরিজেও ভারত জিতে যায়। ম্যাচের সেরা ৮ উইকেট নেওয়া কুলদীপ যাদব। আর সিরিজ সেরা ১০৪ রান করা ও ৮ উইকেট নেওয়া রবীন্দ্র জাডেজা।

এই সিরিজের প্রথম টেস্টে ভারত এক ইনিংস ও ১৪০ রানের ব্যবধানে জিতেছিল। এরপর দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেটে ৫১৮ রানে ডিক্লেয়ার করে টিম ইন্ডিয়া। ওপেনার যশস্বী করেন ১৭৫ রান। গিল ১২৯ রানে অপরাজিত থাকেন। অপরদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২৪৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। এর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ফলো অন করায় ভারত।

দিল্লি টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ লড়াই করে। ওপেনার জন ক্যাম্পবেল ১১৫ রানের ইনিংস উপহার দেন। এবং শাই হোপ করেন ১০৩ রান। তাতে অবশ্য শেষরক্ষা হয়নি। ভারতের জয়ের টার্গেট ছিল ১২১। ম্যাচ গড়ায় পঞ্চম দিনে। সেখানে এক ঘণ্টাতেই ম্যাচ বের করে নেয় টিম ইন্ডিয়া।

প্রথম বিশ্বকাপজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ অলরাউন্ডার আর নেই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্রিকেট বিশ্ব শোকাহত। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১৯৭৫ সালের প্রথম ক্রিকেট বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম সদস্য বার্নার্ড জুলিয়েন মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি উত্তর ত্রিনিদাদের ভালসাইন শহরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বার্নার্ড জুলিয়েন ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের নির্ভরযোগ্য অলরাউন্ডার, তিনি বল ও ব্যাট হাতে অসাধারণ অবদান রেখেছেন ১৯৭৫ বিশ্বকাপে। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৭ রানের জয়ের ম্যাচে অপরাজিত ২৬ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। যদিও সেই ম্যাচে উইকেট পাননি, তবে সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তাঁর দুর্দান্ত বোলিং ৪ উইকেট এনে দেয় ক্যারিবীয়দের, কিউইদের গুটিয়ে দেয় ১৫৮ রানে। গ্রুপ পর্বে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেও ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হন জুলিয়েন। পুরো টুর্নামেন্টে তিনি ৫ ম্যাচে ৪৮ রান করার পাশাপাশি ১০ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হন।

সেই সময়কার অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড বলেন,"জুলিয়েন সব সময়ই নিজের সর্বোচ্চটা দিত। ব্যাট ও বল হাতে আমি ওর ওপর পুরোপুরি ভরসা করতাম। সে ছিল এক দুর্দান্ত ক্রিকেটার, দায়িত্ব থেকে কখনও পিছপা হয়নি।"

বার্নার্ড জুলিয়েনের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার ছিল ছোট, কিন্তু স্মরণীয়। ১৯৭৩ সালে অভিষেকের পর ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত খেলেন তিনি। ২৪টি টেস্টে দুটি সেঞ্চুরি করেন, যার একটি ১২১ রানের ইনিংস ছিল ঐতিহাসিক লর্ডসে। এছাড়া টেস্টে ৫০টি ও ওয়ানডেতে ১৮টি উইকেট ছিল তাঁর ঝুলিতে।

ইংল্যান্ড দলে নতুন মুখ নিকো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

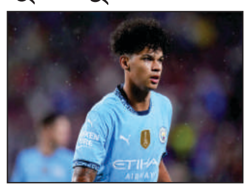

চোটের কারণে জাতীয় দলে ছিটকে গেছেন ইংল্যান্ডের ডিফেন্ডার রিস জেমস। তার জায়গায় প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ড দলে সুযোগ পেয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির তরুণ মিডফিল্ডার নিকো ও'রাইলি।

গত শনিবার ঘরের মাঠে প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলের বিপক্ষে ২-১ গোলে জয়ের ম্যাচে চেলসির অধিনায়ক রিস জেমস চোট পান এবং তা জাতীয় দলের খেলায় প্রভাব ফেলেছে।

ম্যানচেস্টার সিটির একাডেমিতে তৈরি হওয়া ২০ বছর বয়সী ও'রাইলি গত বছর সিনিয়র দলে অভিষেক করেন। এখন পর্যন্ত ৩০ ম্যাচে ৫ গোল ও ৩টি অ্যাসিস্ট করেছেন। প্রিমিয়ার লিগ ছাড়াও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ক্লাব বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্টে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তিনি। বয়সভিত্তিক ইংল্যান্ড দলে খেলেছেন, এবার টমাস টুখেলের অধীনে জাতীয় দলে নিজের ক্ষমতা প্রমাণ করার সুযোগ পেয়েছেন।

ইংল্যান্ড আগামী বৃহস্পতিবার ওয়েম্বলিতে বাংলাদেশ সময় রাত পৌনে ১টায় ওয়েলসের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে। এরপর ১৪ অক্টোবর বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে লাটভিয়ার মুখোমুখি হবে তারা।

যদি লাটভিয়ার মাঠে ইংল্যান্ড জয় পায়, তাহলে নভেম্বরে বাছাইয়ের শেষ দুই ম্যাচে (সার্বিয়া ও আলবেনিয়ার বিপক্ষে) মাত্র ২ পয়েন্ট অর্জন করলেই বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত হবে। তবে গ্রুপের অন্য ম্যাচের ফল সাপেক্ষে ততক্ষণ অপেক্ষা না করে বিশ্বকাপে যাওয়ার সুযোগ থাকবে।

৫ ম্যাচ খেলে শতভাগ সাফল্যের সঙ্গে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে 'কে' গ্রুপে শীর্ষে রয়েছে ইংল্যান্ড। সমান ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে আছে আলবেনিয়া, এবং ৪ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে সার্বিয়া।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR